শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে এ অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে এ অভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন কেরু অ্যান্ড কোম্পানির সুযোগ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি রাব্বিক হাসান।

এ সময় তিনি বলেন, এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মা যদি তাদের সন্তানের প্রতি সচেতন হন, তবে ওই সন্তানের অবশ্যই ভালো রেজাল্ট হবে। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে এসে সন্তানের খোঁজ-খবর নিলে তারা লেখাপড়ায় ফাঁকি দিতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি শিক্ষার্থীর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে দুর্বল, তাকে অতিরিক্ত পাঠদানের মাধ্যমে অনুশীলন করাতে হবে। এতে বিদ্যালয়ের সুনাম ও মান বৃদ্ধি পাবে। এজন্য শিক্ষক-অভিভাবকদের সমন্বয়ে ৩ মাস অন্তর অন্তর এ ধরনের অভিভাবক সমাবেশ করা প্রয়োজন। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আরও উন্নত হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) আব্দুছ ছাত্তার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এডিএম মির্জা গালিব।

অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মমিনুল ইসলাম ও ইঞ্জিনিয়ার তুহিন নাইম ইসলামসহ প্রায় ৪ শতাধিক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।
অভিভাবক সমাবেশের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাসেল আহম্মেদ ও ফারহা জেসমিন আফরোজ।

দামুড়হুদায় মাথাভাঙ্গা নদীতে মোবাইল কোর্ট: অবৈধ জাল ও কোমড় অপসারণ

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখতে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা নদীর সুবলপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরিচালিত এ অভিযানে নদীতে স্থাপিত ৫টি অবৈধ কোমড় অপসারণ করা হয় এবং প্রায় ২০০ মিটার নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে একটি অসাধু চক্র নদীর বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে কোমড় স্থাপন এবং নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জাল ব্যবহার করে মাছ শিকার করে আসছিল। এসব অবৈধ পদ্ধতির কারণে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজনন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল এবং নদীর জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছিল। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এলে তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অভিযান চলাকালে নদীর বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত অবৈধ কোমড় চিহ্নিত করে অপসারণ করা হয়। একইসঙ্গে নদীতে বিছানো বিপুল পরিমাণ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করে ঘটনাস্থলেই আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। এ সময় স্থানীয় জেলেদের মাঝে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়, যাতে তারা ভবিষ্যতে এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকেন।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম। অভিযানে উপজেলা মৎস্য অফিসের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

অভিযান শেষে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মৎস্য সম্পদ রক্ষায় এ ধরনের অবৈধ জাল ও স্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত

থাকবে। পাশাপাশি নদীতে অবৈধভাবে মাছ শিকার বন্ধে নিয়মিত তদারকি জোরদার করা হবে এবং আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রশাসনের এ উদ্যোগে স্থানীয় সচেতন মহল সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং নদী রক্ষায় নিয়মিত এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় বেশি দামে ভোজ্যতেল বিক্রি, ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় বোতলজাত ভোজ্যতেল (সয়াবিন) নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি ও বাজারজাত করার অভিযোগে একটি প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উপজেলার মুন্সিগঞ্জ বাজারে তদারকিমূলক অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪০ ধারায় বোতলজাত সয়াবিন তেল নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি ও বাজারজাত করার অপরাধে মুক্তার হোসেন খানের প্রতিষ্ঠান ‘খান স্টোর’-কে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি আরও জানান, তদারকির সময় ব্যবসায়ীদের আইন মেনে মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, ভাউচার সংরক্ষণ, মেয়াদোত্তীর্ণ ও মানহীন পণ্য বিক্রি থেকে বিরত থাকা এবং নির্ধারিত ও যৌক্তিক মূল্যে পণ্য বিক্রির জন্য সচেতন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অধিদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের তদারকি অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দর্শনায় ১৬ বছরের হত্যা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছরের হত্যা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত এক পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।

বুধবার ভোর রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আনিছুর রহমান দর্শনা থানাধীন রাঙ্গিয়ারপোতা মাঝপাড়ার মৃত বাবলু আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসানের নির্দেশনায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল গভীর রাতে তার নিজ বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় জি আর মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি আনিছুর রহমানকে আটক করা হয়।

দর্শনা থানার ওসি মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “জি আর মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে বুধবার চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।”

আলমডাঙ্গায় কালবৈশাখীর তাণ্ডব: ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

আলমডাঙ্গা উপজেলায় আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে গাছপালা, বসতবাড়ি, দোকানপাট ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একাধিক স্থানে বড় গাছ উপড়ে সড়ক ও বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে থাকায় যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সরবরাহে চরম বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৫ মিনিট পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা ধরে প্রবল বেগে ঝড় বয়ে যায়। এ সময় দমকা হাওয়া ও বজ্রসহ বৃষ্টিপাতে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটাছুটি করেন।

ঝড়ের সময় উপজেলার বিভিন্ন সড়কের পাশের পুরোনো ও বড় গাছ ভেঙে পড়ে। কোথাও কোথাও এসব গাছ বিদ্যুতের খুঁটি ও তারের ওপর পড়ে যাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে রাতভর অন্ধকারে কাটাতে হয়েছে অনেক এলাকাবাসীকে।

এ ছাড়া ঝড়ে বেশ কিছু কাঁচা ও টিনশেড ঘরের চালা উড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানপাটের ব্যবসায়ীরাও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। কৃষকেরা জানান, মাঠের বিভিন্ন ফসল বিশেষ করে সবজি ও মৌসুমি চাষের গাছ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা তাদের জন্য বড় ধরনের আর্থিক ধাক্কা।

ঝড়ের পরপরই অনেক এলাকায় সড়কের ওপর পড়ে থাকা গাছ সরাতে স্থানীয় লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ শুরু করেন। তবে বিদ্যুতের তারের ওপর গাছ পড়ে থাকায় কিছু এলাকায় পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার তালিকা প্রণয়ন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ দ্রুত পুনঃস্থাপনে কাজ চলছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয়রা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পরিষ্কার, বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে

প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দামুড়হুদায় ইউটিউব দেখে আঙুর চাষ, আট মাসেই রানার সাফল্য

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কুমারীদহ মাঠে কৃষক রানা আলীর আঙুর বাগানে এখন থোকায় থোকায় ঝুলছে রসালো আঙুর।

বাণিজ্যিকভাবে আঙুর চাষ করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন তিনি। তার এই উদ্যোগে যেমন তিনি আশাবাদী, তেমনি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন আশপাশের কৃষকরাও।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইউটিউব দেখে প্রথমে আঙুর চাষে আগ্রহী হন রানা আলী। পরে স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলামের পরামর্শে প্রায় এক বিঘা জমিতে আঙুর চাষ শুরু করেন।

আট মাস আগে জয়রামপুর গ্রামের কুমারীদহ মাঠে নিজের হলুদ গোলাপ ফুলের বাগানের মধ্যেই আঙুরের চারা রোপণ করেন তিনি। দেশীয় চারা ছাড়াও ভারত থেকে বাইকুনুর, গ্রিনলং, অ্যাকোলোর, জয়সিডলেস ও ব্ল্যাক ম্যাজিক জাতের চারা সংগ্রহ করে চাষ শুরু করেন রানা।

চারা রোপণের তিন মাসের মধ্যেই গাছে ফুল ও ফল আসতে শুরু করে। বর্তমানে আট মাসের মাথায় গাছে থোকায় থোকায় আঙুর ঝুলছে। আর মাত্র ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যেই ফল বাজারজাত করতে পারবেন বলে আশা করছেন তিনি।

রানা আলি জানান, শুরু থেকে এখন পর্যন্ত জমি প্রস্তুত, চারা, সার, সেচ, পরিচর্যা ও শ্রমিক ব্যয়সহ মোট খরচ হয়েছে প্রায় দেড় লাখ টাকা। বাগানের নিয়মিত পরিচর্যার জন্য ছয়জন শ্রমিক কাজ করছেন। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী প্রতি কেজি আঙুর ৩০০ টাকা হলেও তিনি ২০০ টাকা দরে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছেন।

সে হিসেবে প্রায় সাত লাখ টাকার আঙুর বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা করছেন তিনি। তার বাগান দেখতে প্রতিদিনই স্থানীয় কৃষকদের ভিড়

জমছে।

এছাড়া তিনি ১২ হাজার কলমের চারা উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে ইতোমধ্যে ১,২০০টি চারা উৎপাদন করেছেন, যার মধ্যে বিক্রি করেছেন তিন লাখ ৬০ হাজার টাকার চারা।

স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারা জানান, নতুন ফল চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে তারা সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস বলেন, এলাকার মাটি ও আবহাওয়া আঙুর চাষের জন্য উপযোগী।

সঠিক পরিচর্যা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে এটি কৃষকদের জন্য লাভজনক হতে পারে। তিনি আরও বলেন, রানা আলীর এই উদ্যোগ অন্য কৃষকদেরও উদ্বুদ্ধ করবে।

দর্শনায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

দর্শনায় তেলবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আতিকা (৩) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত আতিকা দর্শনা মোবারকপাড়ার আতাহারের মেয়ে এবং সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার মোবারকের নাতনি।

বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে দর্শনা হঠাৎপাড়া রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার মোবারকের স্ত্রী শিশুটি আতিকাকে সঙ্গে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে সিএনজিযোগে দর্শনার দিকে আসছিলেন। হঠাৎপাড়া রেলগেটে নামার সময় রাস্তার অপর পাশে তার নানা মোবারক দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় শিশুটি দৌড়ে রাস্তা পার হতে গেলে যশোর চ-০১-০০০২ নম্বরের একটি তেলবাহী ট্রাক তাকে চাপা দেয়। ট্রাকের চাকা শিশুটির মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর দর্শনা থানা পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করে এবং চালক নিমাই চন্দ্র অধিকারীকে আটক করে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “ঘটনাস্থল থেকে তেলবাহী ট্রাক ও এর চালককে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।”

আলমডাঙ্গা ডামোশ-ঘোলদাড়ি খাল পুনঃখননের উদ্বোধনের প্রস্তুতি পরিদর্শনে শরিফুজ্জামান শরিফ

দীর্ঘদিনের দাবি ও অপেক্ষার পর অবশেষে আলমডাঙ্গা উপজেলার ডামোশ থেকে ঘোলদাড়ি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাল পুনঃখননের অনুমোদন পাওয়া গেছে। অচিরেই এই খাল খনন কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে চলছে জোর প্রস্তুতি।

বুধবার সকালে প্রস্তুতি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ।

বহু বছর ধরে অবহেলা, দখল ও ভরাটের কারণে প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়া খালটি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়ায় স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে স্বস্তি ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ সরকারের পানি উন্নয়ন মন্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডামোশ থেকে ঘোলদাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত এই খালটি একসময় এলাকার কৃষি ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। বর্ষা মৌসুমে আশপাশের জমির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশন হতো এবং শুষ্ক মৌসুমে খালের পানি ব্যবহার করে কৃষকেরা সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাব, বিভিন্ন স্থানে অবৈধ দখল, মাটি ফেলে ভরাট এবং আবর্জনা জমতে জমতে খালটির অনেকাংশ কার্যত অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। ফলে বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশনে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে জলাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচ সংকটে পড়েন কৃষকেরা। এতে এলাকার কৃষি উৎপাদনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এ অবস্থায় খালটি পুনঃখননের দাবি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় কৃষক ও এলাকাবাসী। অবশেষে সেই দাবি বাস্তবায়নের পথে এগোনোয় এলাকায় স্বস্তির আবহ তৈরি হয়েছে। খাল খননের অনুমোদনের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয়দের মধ্যে উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা গেছে।

স্থানীয় কৃষকদের মতে, খালটি সচল হলে আশপাশের বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি বর্ষা মৌসুমে জমে থাকা পানি দ্রুত নিষ্কাশন হওয়ায় জলাবদ্ধতার সমস্যাও অনেকাংশে কমে যাবে। এতে কৃষি উৎপাদন বাড়বে এবং কৃষকদের আর্থিক ক্ষতিও কমবে।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত সময়ের মধ্যে খাল খননের কাজ শুরু করা হলে এলাকার কৃষি ও পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে খালটি যেন আবার দখল ও ভরাটের শিকার না হয়, সে বিষয়ে প্রশাসনের কঠোর নজরদারি প্রয়োজন বলেও মত দিয়েছেন তারা।

সংশ্লিষ্টদের মতে, ডামোশ থেকে ঘোলদাড়ি পর্যন্ত এই খাল পুনঃখনন করা হলে শুধু কৃষি নয়, এলাকার সার্বিক পরিবেশ ও পানি ব্যবস্থাপনাতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

স্থানীয় মানুষের প্রত্যাশা, দীর্ঘদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ খালটি দ্রুত পুনরুদ্ধার করে আগের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনা হবে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ড্রেন-রাস্তার চরম

দুর্ভোগ, স্থানীয়দের উদ্যোগে সংস্কার শুরু

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ড্রেন ও ভাঙাচোরা রাস্তার কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পৌরসভার কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় শেষ পর্যন্ত নিজ উদ্যোগেই ড্রেন পরিষ্কার ও রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বছরের পর বছর ধরে ওই এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল দশা বিরাজ করছে। সামান্য বৃষ্টিতেই ড্রেনের পানি উপচে রাস্তায় উঠে আসে এবং অনেক সময় বাসাবাড়ির ভেতরেও ঢুকে পড়ে। এতে পুরো এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

এ অবস্থায় স্থানীয়দের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রায় ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ড্রেন পরিষ্কার ও আংশিক রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। সোমবার (৫ এপ্রিল) সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ড্রেনের ঢাকনা খুলে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করা হচ্ছে, যাতে পানি চলাচল স্বাভাবিক থাকে। পাশাপাশি কাঁচা ও ভাঙা রাস্তাগুলো সংস্কারের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে এক স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “আমরা পৌরসভা থেকে কোনো ধরনের নাগরিক সুবিধা পাই না। বৃষ্টি হলেই ড্রেনের পানি ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন দুর্ভোগ চরমে পৌঁছে যায়। বাধ্য হয়ে নিজেরাই কাজ শুরু করেছি।”

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ, ড্রেন সংস্কার, রাস্তা উন্নয়ন কিংবা জলাবদ্ধতা নিরসনে পৌরসভার কার্যকর কোনো উদ্যোগ দীর্ঘদিন দেখা যায়নি। ফলে দিন দিন স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।

এলাকাবাসী দ্রুত আলমডাঙ্গা পৌর প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা হিসেবে নাগরিকদের মৌলিক সেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তারা উন্নত ও টেকসই সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা, নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত সড়ক বাতি এবং জনস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, দ্রুত স্থায়ীভাবে ড্রেন ও রাস্তার উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন না হলে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপই এখন এলাকাবাসীর একমাত্র প্রত্যাশা।

জীবননগরে কার্ড ছাড়া জ্বালানি নয়, মজুদে কড়াকড়ি: ইউএনও আশরাফুল আলম রাসেল

জীবননগর উপজেলার কৃষকদের জন্য ডিজেল ও পেট্রোল বিতরণে নতুন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। কার্ড বা প্রত্যায়নপত্র ছাড়া কোনো কৃষক জ্বালানি নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আশরাফুল আলম রাসেল।

সোমবার (৬ই এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষে কৃষি প্রণোদনা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ইউএনও আশরাফুল আলম রাসেল বলেন, কৃষকদের ডিজেল ও পেট্রোল সংগ্রহের জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ইউনিয়ন ও পৌরসভার ব্লক সুপারভাইজার বা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য দিয়ে কার্ড বা প্রত্যায়নপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি জমা দিয়ে এই প্রত্যায়ন নেওয়া যাবে।

তিনি আরও বলেন, “কোনো কৃষক প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্বালানি সংগ্রহ করে বাড়িতে মজুদ রাখতে পারবেন না। কারও কাছে অবৈধভাবে মজুদ তেল পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

কৃষকদের ভোগান্তি কমাতে পেট্রোল পাম্পের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হবে না উল্লেখ করে ইউএনও বলেন, বিভিন্ন গ্রাম্য হাটে

সাব-ডিলার বা এজেন্ট পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষকেরা প্রত্যায়নপত্র বা কার্ড প্রদর্শন করে সেখান থেকেই জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারবেন।

তিনি সতর্ক করে বলেন, “কার্ডবিহীন কাউকে কোনো প্রকার তেল সরবরাহ করা যাবে না।” এ সময় উপজেলা কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।